সফল হাজী ও অসফল হাজী

হাজ্ব করার মাধ্যোমে যা অর্জন করেছেন

- মিকাত - নতুন জগতে প্রবেশ
- ইহরাম - নিজস্ব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ
- তালবিয়া - শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে মানার ঘোষনা
- তাওয়াফ - মালিকের আকর্ষন বলয়ের কেন্দ্রে প্রবেশ
- সাঈ - অসহায়ত্য থেকে মুক্তির উপায়
- আরাফা - ঐক্য, শান্তি ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা
- মুজদালিফা - সংযম, ধৈর্য্য ,নিঃস্ব ,সর্বহারা
- মিনা - কুরবানি ,ত্যাগ ,শয়তান বধ
- মাথা মুন্ডানো - পছন্দ ও অপছন্দের বিনাশ
- মদিনা - রাসুলের আনুগত্য
- দামি তোহফা - আল-কুরআন

অসফল হাজী

হজ্জের কথাগুলি তো সাঙ্গ হল! কি পেলাম একটু ভেবে নিই ! গুনাহ মাফি বনাম তওবা না-কবুল অবস্থায় যাদের হজ্জ সমাপন হোল তাদের ফলাফল ২ : ২০৪-২০৬ আয়াতগুলিতে বড় হৃদয়বিদারকভাবে চিত্রিত হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○ (২ : ২০৪)

"আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে তার সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে (দ্বীনের) বিরোধীতায় বড়ই কঠোর।"

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○ (২ ঃ ২০৫)

"যখন সে (হজ্জ থেকে) ফিরে আসে, তখন সে কুরআন বিরোধী বিশৃঙ্খলার কর্মকাণ্ড (ফাসাদ) করে বেড়ায় এবং দ্বীনি পরিবেশ ও পরবর্তী প্রজন্মের ঈমান বিধ্বংসি কাজে তৎপর হয়ে উঠে, আর আল্লাহ এই বিপর্যয়কারীদের ভালবাসেন না"। অর্থাৎ 'হাজী' তকমা নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কর্মকাণ্ডে আরো তৎপর হয়। এছাড়া –

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ (২ ঃ ২০৬)

"আর তাকে (এইসব হাজী মানুষকে) যখন বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয়তো কর -(এসো না তোমরা কুরআন-সুন্নাহর পথে -তাক্বওয়ার পথে), তখন *আত্মাভিমান তাকে আরো পাপের দিকে ঠেলে দেয় যার শেষ পরিণতি ঘটে জাহান্নাম (এর হলাহল অগ্নিতে)। উহা কতই না নিকৃষ্ট থাকার জায়গা"*।

এইতো হলো অসফল হজ্জের শেষ ফলাফল।

সফল হাজী

একটু ভেবে নিই উপরের এই কঠিনতম আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হজ্জ শেষে কি পেলাম, কোথায় এসে দাঁড়ালাম ?

অন্যদিকে ২ ঃ ২০১-২০২ আয়াতে বর্ণিত **সফল হজ্জ সম্পাদনকারী** ভাগ্যবান উলুল আলবাব হাজী সাহেবদের কথা বলা হয়েছে ২ ঃ ২০৭ আয়াতে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○ (২ ঃ ২০৭)

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যিনি (হজ্জ পরবর্তি জীবনে) নিজকে উৎসর্গ করে দেন রাব্বুল আ'লামীনের সন্তুষ্টির অন্বেষণে আর আল্লাহ এঁদের জন্যে হন পরম স্নেহশীল"।

এ জাতীয় মুমিনদের জন্যেই বুঝি আল্লাহর আহ্বান–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○ (২ ঃ ২০৮)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং (কোন অবস্থায়) শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

মনে রাখা দরকার, যিনি হজ্জ পরবর্তীতে স্বীয় জীবনযাপনে ***কুরআন-সুন্নাহ মুখীতায়*** কোনরকম অগ্রণী ভূমিকা নাই রাখলেন, দ্বীনি জীবনযাপনের প্রতি অধিকতর রুজু নাই হলেন, বরং আগেকার দিনগুলির পঙ্কিলতায় এগিয়ে চলবেন তিনি হজ্জ থেকে কোন সফলতা আনতে সক্ষম হননি !

উপায়:

সুপ্রিয় হাজীসাহেবগণ আসুন না– আমরা ২ ঃ ১৯৬-২০৭ আয়াতগুলি বারবার অবলোকন করি, মিলিয়ে নিই হজ্জ শেষে কতটুকু আমাদের প্রাপ্যতা। আর সেই সাথে আমাদের কর্মকাণ্ড কোন ধাঁচে বইতে হবে তার হিসাব নিকাশ করে নিই ! আমাদের হজ্জ পরবর্তী জীবনের সাথে ২ ঃ ২০৭ আয়াতকে একটু মিলিয়ে নিই।

এ প্রসঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন রাখেন, আমরা যারা উলুল আলবাব হয়ে পর্যাপ্ত '***তাক্বওয়া***' পাথেয় নিয়ে হজ্জ করি নাই আমাদের কি করণীয় ? বলা যায়, যে ভুল আমরা করেছি, অবনত শিরে আমরা তা স্বীকার করি; আসুন কুরআনকে জানার ও মেনে চলার মাধ্যমে উলুল আলবাব হওয়ার শপথ গ্রহণ করি, কুফরি শেরেকি ফাসেকি পথকে চিনে নিয়ে তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কুরআন সুন্নাহর পথে চলার তওবা করি এবং ২ ঃ ২০৭-২০৮ আয়াতের আওতায় প্রবেশের প্রচেষ্টা নিই। ***আল্লাহ পরম স্নেহশীল***, হয়ত আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করে নিবেন (সূত্র ৩৯ ঃ ৫৩)।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ (২ ঃ ১৬০)

"কিন্তু যারা (১) তওবা করে (তথা ২ ঃ ১৫১-১৫২ কার্যক্রমে ফিরে আসে), (২) 'আসলাহা'– জীবনচালনে সংশোধন করে এবং (৩) 'বায়য়ানু'– সত্যকে সুস্পষ্টভাবে অন্যের নিকট তুলে ধরে, এরাই তারা যাদের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি অতিশয় তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।"

এবং উপরোক্ত তিনটি কাজ যাহারা প্রত্যাখ্যান করে চলে–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○ (২ ঃ ১৬১-১৬২)

"নিশ্চয়ই যারা অমান্য (কাফারু) করে চলে এবং সে অবস্থায় যদি তাদের মৃত্যু হয়, তবে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশতাবৃন্দের অভিশাপ এবং মানবকুলের অভিশাপ; এই অভিশপ্ত জীবনে তারা চিরন্তন থাকবে, যার শাস্তি কখনও কম করা হবে না এবং বিরামও দেয়া হবে না।"

হাজ্জ্ব সার সংক্ষেপ

পবিত্র হজ্জ পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ তার নিজের ইচ্ছা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সমর্পণ করে।

- নিজের সকল ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার প্রথম ধাপ হলো ইহরাম। দীর্ঘদিনের লালিত আকাঙ্খার পোষাক অকাতরে পরিত্যাগ করে।
- নিজের রুচি অভিরুচির মূলোৎপাটনের দ্বিতীয় বিষয় হলো মাথা মুণ্ডানো। এখানে মাথার চুল নিয়ে মানুষের যত অহংকার ও নিজস্বতা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়।
- মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করে হাজি তার ঘর-বাড়ি ও হোটেলে অবস্থানের অভিজ্ঞতা ও স্বাদকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের কাছে সমর্পণ করে দেয়।
- কুরবানির মাধ্যমে হাজি তার সকল ইচ্ছা আকঙ্খাকে মহান প্রভুর সমীপে বিলিয়ে দেয়।
- যখন কেউ হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়, নিজেকে আল্লাহর মেহমান হিসেবে বিবেচনা করে, তখন তার নিজের বলতে আর কিছু থাকে না। সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ে যায়।

তারপর তোমার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফটি, এটি এমন অবস্থায় হবে যে,
তোমার কোন গুনাহই নেই। একজন ফিরিশতা এসে তোমার পিঠে হাত রেখে বলবেন, ভবিষ্যতের জন্য কাজ কারে যাও ,

“তোমার অতিতের সব কিছু মাফ করে দেওয়া হয়েছে”

(হাদিসটি তাবারানী তাঁর 'কবীর' -এ বর্ণনা করেছেন। বয্যারও এটি বর্ণনা করেন । বর্ণিত শব্দমালা তারই। বাযযার বলেন , হাদিসটি বিভিন্ন সুত্রে বার্নিত হয়েছে । কিন্তু আমার জানামতে এর চেয়ে উত্তম কোন সত্র নেই। [সংকলক (র) বলেন ঃ] এ হাদিসটির সনদে কোন দোস নেই । এর সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য । এটি ইব্‌ন হিব্বানও তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।)

“... ... . যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম” সুরা মায়িদা ৫:৯৫